

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় বাঁশের বেড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মোঃ সেলিম  
উদ্দীনের মৃত্যুর অভিযোগ  
তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন  
অধিকার

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে পিলার থেকে সাধারণত ২০০ গজ-ভেতরে ভারতের কাঁটা তারের বেড়া থাকে। কাঁটা তারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভূখন্ডে থেকে বিএসএফ সদস্যরা সীমান্তে টহল দেয়। সীমান্তের যে সব এলাকায় ভারত সরকার কাঁটা তারের বেড়া এখনও পর্যন্ত দেয়নি, সেই সব সীমান্তে বাঁশের বেড়া দিয়েছে। চোরাচালান রোধের অজুহাতে বিএসএফ সদস্যরা রাত ৮.০০টা থেকে ভোর ৫.০০টা পর্যন্ত বাঁশের বেড়ায় ১১ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক সংযোগ চালু করে। ফলে কেউ বেড়ায় স্পর্শ করলেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায়।

২২ জুলাই ২০১১ ভোর আনুমানিক ৫.০০টায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুডহুদা থানার ঠাকুরপুর গ্রামের লিয়াকত হোসেন ও মোছাম্মত সুফিয়া খাতুনের ছেলে মোঃ সেলিম উদ্দীন (২২) ভারতের রাঙ্গিয়াপোতা থেকে ৯০ নম্বর পিলারের পাশ দিয়ে দেশে আসার পথে সীমান্তে বাঁশের বেড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান বলে অভিযোগে প্রকাশ।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে এবং তাদের জন্য সরকারী উদ্যোগে তেমন কোন শিক্ষার বা কাজের ব্যবস্থা না থাকায় দরিদ্র লোকগুলো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক সময় অবৈধ পথে গরু আনা নেয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে

- নিহতের আত্মীয় স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী এবং
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।



ছবিঃ (১) মোঃ সেলিম উদ্দীন, (২) সীমান্তে বাঁশের এই বেড়ার সঙ্গে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়।

## মোহাম্মত সুফিয়া বেগম (৪০), সেলিমের মা

মোহাম্মত সুফিয়া বেগম অধিকারকে জানান, ২১ জুলাই ২০১১ বিকাল আনুমানিক ৫.০০টায় সেলিম কিছু না বলে বাড়ী থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু রাতে বাসায় না ফেরায় তিনি গ্রামের পরিচিত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন, তাজমুল হোসেন, সামাদ হোসেন এবং মহসীন মিয়ান সঙ্গে সেলিম ভারতে গিয়েছে গরু আনতে। সীমান্তের ৯০ নম্বর পিলারের কাছে কাঁটা তারের পরিবর্তে বাঁশের বেড়া দেয়া রয়েছে। সেই বেড়া অতিক্রম করেই গরু ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে আসতে হয়।

২২ জুলাই ২০১১ রাত আনুমানিক ৩.০০টায় মহসীন মিয়া তাঁকে মোবাইল ফোনে জানায়, ভারত থেকে তারা কয়েকজন এক সঙ্গে সীমান্তের বাঁশের বেড়া অতিক্রম করে বাংলাদেশে আসার চেষ্টা করছিল। বেড়ার সঙ্গে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া ছিল। সেলিম যখন সীমান্ত পার হতে বেড়ার বাঁশে হাত দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। অন্যরা তাকে বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে, কিন্তু বিএসএফ সদস্যরা সীমান্ত এলাকা ঘিরে ফেলায় নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য সেলিমকে রেখেই তার সঙ্গে লোকেরা বিভিন্নভাবে বাংলাদেশে ফিরে আসে।

মোহাম্মত সুফিয়া বেগম আরো জানান, তিনি তাঁর দেবর ফকির মোহাম্মদকে দিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর ঠাকুরপুর বর্ডার অপারেশন পোস্ট (বিওপি) এবং দামুডহুদা থানায় এ মৃত্যুর খবর পাঠান। ফকির মোহাম্মদ থানার মাধ্যমে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির আইসি (ক্যাম্প ইনচার্জ) জুবায়ের আহমেদসহ বিজিবির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজিবির সদস্যরা ভারতের বিএসএফ সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ২৩ জুলাই ২০১১ বিকাল আনুমানিক ৩.০০টায় সেলিমের লাশ বিএসএফ এর কাছ থেকে বুঝে নেয়। বিকাল ৩.২০ মিনিটে ফকির মোহাম্মদ দামুডহুদা থানার পুলিশ সদস্যদের কাছ থেকে লাশ গ্রহণ করে বাড়ীতে ফেরেন। বিকাল ৫.০০টায় পারিবারিক কবর স্থানে সেলিমের লাশ দাফন করা হয়।

## সামাদ হোসেন (২৪), সেলিমের সঙ্গে থাকা গরু ব্যবসায়ী

সামাদ হোসেন অধিকারকে বলেন, সংসারের অভাব অনটনের কারণে গরুর ব্যবসা করার জন্য ভারতের নদীয়া জেলার চাপড়া থানার শিমুলিয়া গ্রামের গোবিন্দ সাহার সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেন। গোবিন্দ সাহা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, সামাদের কোন নগদ টাকা দিতে হবে না, শুধু গরু নিয়ে বাংলাদেশে বিক্রি করে দিলে প্রতিটির জন্য সামাদকে তিন হাজার টাকা মজুরী দেয়া হবে। সেই মোতাবেক তিনি আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ২১ জুলাই ২০১১ সন্ধ্যার দিকে লুকিয়ে সীমান্ত পার হয়ে গোবিন্দ সাহার বাড়ীতে যান। সেখানে গিয়ে প্রায় ৭ জন বাংলাদেশী একত্র হন এবং ২২ জুলাই ২০১১ রাত আনুমানিক ১২.৩০টায় গরু নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে রওনা হন। ঐ রাতেই আনুমানিক ৩.০০টায় তাঁরা গরু নিয়ে সীমান্তের বাঁশের বেড়া পার হওয়ার উদ্যোগ নিলে সেলিম গিয়ে বেড়ার বাঁশ ধরেই একটি চিৎকার দেন। তারপর সেলিম আর নড়াচড়া না করায় তাঁরা সেলিমের কাছে যান

এবং দেখতে পান, বাঁশের সঙ্গে বিদ্যুতের তার ঝুলে আছে আর সেলিম বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে গেছে। তাঁরা অনেক চেষ্টা করেও সেলিমকে বেড়ার বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে ছাড়াতে পারেননি। তাঁদের তখন মনে হয়েছে সেলিম মারা গেছে। ভারতীয় বিএসএফ তাঁদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে তাঁরা গরু ছেড়ে দিয়ে লুকিয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন।

### **মোঃ আসাদুজ্জামান মুন্সী, অফিসার ইনচার্জ, দামুডহুদা থানা, চুয়াডাঙ্গা**

মোঃ আসাদুজ্জামান মুন্সী অধিকারকে জানান, ২২ জুলাই ২০১১ সকাল আনুমানিক ৬.০০টায় ঠাকুরপুর গ্রামের এক লোক তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, সেলিম নামে এক লোক ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার পথে মারা গেছে। তিনি তখন কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির আইসি জুবায়ের আহমেদকে বিষয়টি জানিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেন। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক আইসি জুবায়ের আহমেদ ঠাকুরপুর বিজিবির ক্যাম্প এবং সীমান্তের ৯০ নম্বর পিলার এলাকায় খোঁজ নিয়ে ঘটনার সত্যতা পান। পরে তিনি ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার নূর আলমের সঙ্গে সেলিমের মারা যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। ২২ জুলাই ২০১১ সকাল আনুমানিক ১১.০০টায় সুবেদার নূর আলম ভারতের রাঙ্গিয়ারপোতা বিএসএফ ৪২ ব্যাটালিয়নে চিঠি পাঠান।

বিএসএফ সদস্যরা পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে সেলিমের লাশ ফেরত দেয়ার বিষয়টি জানান। উভয় দেশের চিঠি মোতাবেক ২৩ জুলাই ২০১১ বিকাল আনুমানিক ৩.০০টায় ভারতের রাঙ্গিয়ারপোতা বিএসএফ ৪২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক মুনাল সিং, চাপড়া সার্কেল ইন্সপেক্টর দত্ত এবং চাপড়া থানার ওসি মানস চৌধুরী সুরতহাল প্রতিবেদন এবং ময়না তদন্ত প্রতিবেদনসহ সেলিমের লাশ নোম্যান্স ল্যান্ড থেকে ২০০গজ ভারতের ভেতরে রাখেন। তিনি এলাকার লোকজনের সহযোগিতায় আইসি জুবায়ের আহমেদকে নিয়ে সেখানে যান এবং সেলিমের লাশ নিয়ে বাংলাদেশে ফেরেন।

তিনি জানান, লাশ বুঝে নেয়ার সময় চাপড়া থানার ওসি মানস চৌধুরী তাঁকে জানান, সেলিম সীমান্তের বাঁশের বেড়ায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা যাওয়ার কারণে তিনি একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করেছেন। চাপড়া থানার অপমৃত্যুর মামলাটির নম্বর ২৬; তারিখ: ২২/০৭/২০১১।

ভারতের চাপড়া সার্কেল ইন্সপেক্টর দত্ত তাঁকে জানান, অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম রোধ করার জন্য সীমান্তের যে সব জায়গায় কাঁটা তারের বেড়া নেই, সেই সব জায়গায় বাঁশ দিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে। তবে রাত ৮.০০টা বাজলে বিএসএফ সদস্যরা বাঁশের বেড়ার সঙ্গে ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়, আবার ভোর বেলা তা খুলে ফেলে। যার ফলে অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারকারীরা সীমান্ত পার হওয়ার সময় বিদ্যুৎপিষ্ট হয়ে মারা যায়। তিনি আইসি জুবায়ের আহমেদকে দিয়ে পুনরায় সেলিমের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করান। বিকাল ৩.২০টায় সেলিমের আত্মীয়ের কাছে সেলিমের লাশ বুঝিয়ে দেয়া হয়। তিনি সুরতহাল প্রতিবেদনে দেখেন, লাশের বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনী আঙ্গুলের মাঝখানে এবং

গলার বামপাশে পোড়া দাগ রয়েছে, যা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার কারণেই হয়েছে বলে ভারতের নদীয়া হাসপাতালে প্রস্তুত করা ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

### **সুবেদার নূর আলম, ক্যাম্প কমান্ডার, ঠাকুরপুর বিজিবি ক্যাম্প, ৩৫ বিজিবি ব্যাটালিয়ন, চুয়াডাঙ্গা**

সুবেদার নূর আলম অধিকারকে জানান, ২২ জুলাই ২০১১ ভোরের দিকে এলাকার লোকজনের কাছে জানতে পারেন যে, ঠাকুরপুর গ্রামের সেলিম ভারত থেকে গরু আনতে গিয়ে সীমান্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছে। তিনি সকাল আনুমানিক ১১.০০টায় ভারতের রাঙ্গিয়ারপোতা বিএসএফ ৪২ ব্যাটালিয়নে চিঠি পাঠান। সেই মোতাবেক ২৩ জুলাই ২০১১ বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে সেলিমের লাশ ফেরতের ব্যাপারে উত্তর পাঠান।

২৩ জুলাই ২০১১ বিকাল ৩.০০টায় চাপড়া থানার পুলিশ সদস্যরা সেলিমের লাশ নিয়ে এলে বিএসএফ-বিজিবি এবং উভয় দেশের পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতিতে তিনি লাশ বুঝে নিয়ে আসেন। তিনি জানান, প্রায়ই সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সীমান্ত হত্যা বন্ধের ব্যাপারে আলোচনা করলেও বিএসএফ সদস্যরা দিন দিন কৌশল পাল্টে বাংলাদেশীদের হত্যা করছে। বিজিবির ক্যাম্প সদস্য সংখ্যা কম থাকায় ক্যাম্পের অধীনে সমস্ত সীমান্তবর্তী এলাকা পাহারা দেয় সম্ভব হয় না।

### **আব্দুল মান্নান, গ্রাম পুলিশ, ঠাকুরপুর, চুয়াডাঙ্গা**

আব্দুল মান্নান অধিকারকে জানান, ২৩ জুলাই ২০১১ সেলিমের লাশ বিএসএফ সদস্যরা বিজিবির সদস্যদের হস্তান্তরের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি লাশ বহন করে সেলিমের বাড়ী পৌঁছে দেন। তিনি জানান, মাঝে মাঝেই সীমান্তবর্তী ঠাকুরপুর এলাকায় মাইকিং করে জনসাধারণকে বলে দেয়া হয়, যেন তারা গরু আনতে ভারতে না যায়। কিন্তু তারপরও লোকজন অভাবের তাড়নায় ব্যবসায়ীদের গরু এনে দেয়ার জন্য ভারতে যায়।

### **ফকির মোহাম্মদ (৩২), লাশের গোসলদানকারী**

ফকির মোহাম্মদ অধিকারকে জানান, সেলিম তাঁর ভাতিজা। ২৩ জুলাই ২০১১ কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা বিকাল ৩.২০ মিনিটে সেলিমের লাশ নিয়ে এসে দিলে তিনি লাশ সেলিমের বাড়ীতে নিয়ে যান এবং লাশের গোসল দেন। তিনি জানান, সেলিমের বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনী আঙ্গুলের মাঝখানে বিদ্যুতের তার পুড়ে যেয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। এছাড়াও গলার বামপাশে পুরো প্রায় ১ ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত হয়ে গিয়ে ছিল। লাশের শরীরে আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

### **অধিকারের বক্তব্য:**

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকার ভারতীয় অংশে বিএসএফ সদস্যরা নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। সীমান্ত নিরাপত্তার নামে বিএসএফ সদস্যরা প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণকে গুলি করে হত্যা করে চলেছে। গুলি করে হত্যা করার বিষয়টি

চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা তা বন্ধ করার ব্যাপারে আলোচনাও করেছেন।

ভারত সরকার সীমান্ত হত্যা বন্ধ করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও বিএসএফ সদস্যরা তাদের কৌশল পরিবর্তন করে হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রেখেছে।

বিজিবির সদস্য সংখ্যা বিএসএফ এর তুলনায় কম এবং বাংলাদেশ অংশে কাঁচা রাস্তা হওয়ায় সীমান্তের পুরো এলাকায় বিজিবির নজর রাখা সম্ভব হয় না বলেও অনুসন্ধান জানা যায়।

অধিকার এই মৃত্যুর ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের হস্তক্ষেপ এবং ভারতের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবী জানাচ্ছে।

**-সমাপ্ত-**